গল্পগুলো ফাগুন হাওয়ার

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

জলছবি প্রকাশন

গল্পগুলো ফাগুন হাওয়ার

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৯

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আবদুল আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93262-2-9

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান

মূল্য : ২৪০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

.....

Golpogulo Fagun Haowar, by **Sanjoy Mukherjee**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekusye Boimela, 2019
Price Taka 240, US $ 10

উৎসর্গ

অনুপ্রেরক
কাল্পনিক চরিত্রসব
বৃষ্টি
ঝিনুক
পূরবী
রোহিণী
অন্যা
স্বর্ণা
সোহিনী
সুলগ্না
শায়লা
সৌমি
যাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে এই গল্প লেখা।

সূচি

নীল বৃষ্টি	...	৭
ভ্যালেন্টাইনস গিফট	...	১৭
রোহিণী তবুও	...	৩০
একান্ত অনুভবে	...	৫১
পাহাড়ী ঝর্ণা	...	৬৩

লেখকের আরো কয়েকটি বই

অধরার কাব্য-কাব্যগ্রন্থ
আরও একটু দূরে কোথাও-কাব্যগ্রন্থ
আগুনঝরা বর্ণমালা-কাব্যগ্রন্থ
ইচ্ছে ডানায় উড়তে মানা-শিশুতোষ গল্প
কল্পকথায় গল্প বলা-শিশুতোষ ছড়াকাহিনি
ডাবলু মামার ভূতকাহিনি-শিশুতোষ গল্প
নির্বাসিত জ্যোছনায় একলা চাঁদ-কাব্যগ্রন্থ

নীল বৃষ্টি

বইমেলা চলছে।

বাঙলা একাডেমির বাইরে বিশাল লাইন।

পাঠক-ক্রেতারা বইমেলার ভিতর ঢুকবে বলে লাইন দিয়ে অপেক্ষায় আছে। পুরুষ ও নারীদের প্রবেশপথ আলাদা। সেই বিকেল তিনটে বাঙলা একাডেমির প্রবেশপথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টি। এখনও নীলের দেখা নেই! আশপাশে তাকালো সে। নাহ! কোন ঝালমুড়ি বিক্রেতাও নেই। নেই কোন চা-কফির ব্যবস্থাও। মেজাজ একটু-একটু করে চড়ছে বৃষ্টির। তাকে অপেক্ষায় থাকতে বলে নিজেই নিরুদ্দেশ! সেলফোনটাও ধরছে না! কী করবে ভাবছে সে। ভিতরে গিয়ে কফিশপে বসবে, নাকি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকবে।

চোখ পড়লো পুরুষ প্রবেশপথের দিকে।

প্রত্যেককে সময় নিয়ে তল্লাশি করছে পুলিশ।

বাইসেপ, কোমর, তারপর পকেটে তল্লাশি। চাবি থাকলে দেখাতে বলছে। ব্যাগ থাকলে খুলে দেখছে।

অন্যদিকে নারী প্রবেশপথের দিকে তাকালো বৃষ্টি।

নারী পুলিশ আছে।

ব্যাগ তল্লাশি করছে।

কিন্তু না। দেহ তল্লাশি নেই। শুধু ব্যাগ চেক করেই ছেড়ে দিচ্ছে।

পাশেই চোখ পড়তে দেখলো মাটির উপর পলিথিন শিটে যেন সিগারেটের মেলা বসেছে।

পুরুষের পকেট তল্লাশি করে লাইটার, সিগারেট সব একজায়গায় জড়ো করা হয়েছে।

যাদের পকেট থেকে এগুলো পাওয়া গেছে তারা কেউ-কেউ এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

যদি অন্তত সিগারেটগুলো ফেরত পাওয়া যায়।

চমকে উঠলো বৃষ্টি নারী কণ্ঠের আওয়াজে।

কী হলো প্যাকেটটা ফেরত দিন। একটা সিগারেটের দাম দশ টাকা।

আপনি সিগারেট নিয়ে ঢুকতে পারবেন না।

অসুবিধা আছে ম্যাডাম। পুলিশের সাথে কথা কাটাকাটি করছে এক তরুণী।

কেন পারবো না?

আমার কাছে কী লাইটার পেয়েছেন? লাইটার না থাকলে তো সিগারেট খাওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। সিগারেটের প্যাকেট কী খোলা আছে? তাও না। তো অসুবিধা কোথায়?

আপনি এটা নিয়ে ভিতরে যেতে পারবেন না। নির্বিকার কণ্ঠে জানালো এক নারী পুলিশ।

ঠিক আছে, ঢুকবো না বইমেলায়! দিন প্যাকেট ফেরত দিন।

পরে ঢুকবো বইমেলায়।

ঠিকই তো।

দুশো পনের টাকা এক প্যাকেট সিগারেটের দাম। কে জানে তার কপালে কী আছে।

সেও কিনেছে এক প্যাকেট। শয়তান নীলটার জন্য।

বারবার করে বলেছে।

এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসিস। যন্ত্রণার আর শেষ নেই। কোথায় যে আছে পাজিটা! একবার সামনে আসুক। আজ ওর একদিন কী আমার একদিন। সিগারেট খাবি নিজের টাকায়। অন্যের দানের উপর নির্ভর করতে হয় কেন? মনে মনে এটাও ভাবলো নীলের মুখে সিগারেট দেখতেও ভালো লাগে তার।

তরুণীকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে বৃষ্টির।

একটু চিন্তা করতেই মনে পড়লো উনি একজন লিখিয়ে। মানে লেখালিখিও করেন।

লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে একাধিকবার দেখেছে তাকে।

সিগারেটের অভ্যাস আছে তার।

বৃষ্টি ভাবলো, আজ একটা সিগারেট খেয়েই দেখবে কিনা কেমন লাগে।

পর মুহূর্তেই চিন্তাটা বাতিল করলো সে।

মনে পড়লো নীল একবার জোর করে সিগারেট খাইয়েছিলো ওকে। সে কী অবস্থা। না, না, আর কখনই নয়।

উফফ্ এখনও নীলের খোঁজ নেই!

এরপর আর কোনদিনও ওর কথার উপর ভরসা করবো না। ওকে আজ একটা উচিত জবাব দিতে হবে। মাথার ভিতর নানারকম চিন্তা জট বাঁধে তার। বাসায় ফিরবে কখন। ঘড়ির দিকে তাকায় সে। বইমেলায় ঢুকবে কি না, ভাবতে থাকে বৃষ্টি।

রাস্তার দুপাশে নানা রকমের লিফলেট বিলি হচ্ছে।

বইমেলার ঢোকার লাইন টিএসসিতে এসে ঠেকেছে।

কারণ একটাই। আজ শুক্রবার।

নিয়ম মেনে আজ লাইনে দাঁড়িয়েছে নীল।

এখন পৌনে চারটা বাজে। বৃষ্টিকে গেটে থাকতে বলেছে তিনটার সময়।

এখনও পর্যন্ত টিএসসি পার হতে পারলো না। সেলফোনটা ভুলে রেখে এসেছে।

আজ কপালে খারাবি আছে।

একটা জটলা চোখে পড়লো নীলের। একটু পরেই বুঝলো কেউ একজন ডেস্ক ক্যালেণ্ডার বিলি করছে।

এখন আর কেউ লিফলেট নিচ্ছে না। সকলেরই লক্ষ্য ডেস্ক ক্যালেন্ডারের দিকে।

পাশ থেকে একজন দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এলো একটা ক্যালেন্ডার।

নীল দেখলো এই বছরেরই।

মজাই লাগলো দেখতে।

পহেলা বৈশাখের মতো বইমেলাতেও উপহারের উদ্যোগ বইমেলায় আসতে আগ্রহী করে তুলবে নিশ্চিত।

কিন্তু এ কী! লাইন যেন আর এগোয় না।

চারটা বাজে।

এরপর আর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই উচিত হবে না।

অগত্যা লাইন ছেড়ে জোর কদমে গেটের দিকে হাঁটা শুরু করলো।

যাহোক আগে বৃষ্টির সাথে দেখা করা দরকার।

হাঁটাপথেও থামতে হলো বেশ কয়েকবার।

সৌজন্য বিরতি।

রাস্তাজুড়ে সেলফি তোলার হিড়িক।

একসাথে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে হাত লম্বা করে সেলফি-স্টিককে আরো একটু দূরে রেখে মুখের অভিব্যক্তিকে যতটা আকর্ষণীয় করে রাখা যায় তার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। পায়েচলা পথটাকে অন্যের জন্য প্রতিকূল করে তোলাই যেন এর লক্ষ্য। মনে মনে নিজেকেই শাপ-শাপান্ত করতে লাগলো নীল। কেন লাইন ছেড়ে আগেই আসলো না।

গেটের কাছে আসতেই পাশ থেকে কেউ সামনে হাত বাড়াতেই বিরক্তিতে মন ভরে উঠলো। অবশ্য সেদিকে খুব একটা খেয়াল না করেই নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো উফফ্।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই নীলের চোখে পড়লো অসম্ভবরকম শান্ত একটি মুখশ্রী। হ্যাঁ বৃষ্টিই তো! দুচোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে আছে। অথচ মুখে তার কোন প্রভাবই পড়েনি!

নীল জানে এই লক্ষণ মোটেই ভালো নয়।

হঠাৎ করেই যেন আগুনে মোম গলতে শুরু করলো।

মুখে উদ্বেগ নিয়ে তাকালো নীল। বললো এই! তুমি এখানে? আর আমি তোমাকে খুঁজছি সেই কখন থেকে।

বলেই বুঝলো কী ভুল করেছে।

কেন এমন বললো সে।

সত্যি কথাই তো বলতে পারতো।

কিন্তু না। কোন রকম খারাপ কিছুর আভাস পাচ্ছে না সে।

বরং বৃষ্টির চোখে কী যেন একটা ইশারা। বুঝতে পারছে না সে।

এবারে বৃষ্টি ডাকলো। এদিকে এসো।

নীলের কানে মুখ রেখে ফিসফিসিয়ে বললো, তোমার সিগারেট এনেছি কিন্তু গেটে তো ঢুকতে দেবে না।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো নীল।

ভাবলো, যাক এ যাত্রা বেঁচে গেলো সে।

বৃষ্টিকে বললো, তুমি স্মার্টলি ঢুকে যাও। আটকালে তারপর দেখা যাবে।

দুজনেই আলাদা গেট দিয়ে ঢুকলো।

দরজা দিয়ে ঢুকছে নীল। পুলিশি নিয়ম মেনেই তাকে তল্লাশি করা হলো।

ওদিকে বৃষ্টিও তল্লাশি শেষে ভিতরে ঢুকেছে। ব্যাগ থেকে এটা ওটা দেখার পর ছেড়ে দিয়েছে ওকে।

নাহ। সিগারেটের প্যাকেট চোখে পড়েনি। কারণটা কী। জানতে হবে।

বৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করতেই চমৎকার র‍্যাপিংয়ে একটা গিফট বক্স বের করে দিলো বৃষ্টি।

জিজ্ঞাসা করতেই বললো, এটা তোমার সিগারেট।

এতক্ষণে বুঝতে পারলো নীল কেমন করে পুলিশের চোখ এড়িয়ে বেনসন সুইচ তার হাতের মুঠোয় এলো।

বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাবে নীল। হঠাৎ করেই আবার থমকে গেলো সে।

শান্ত মুখশ্রী কিন্তু আগুন ঝরে পড়ছে দুচোখে।

বুঝতে পারলো, আজ কপালে দুঃখ আছে তার।

আমি কফি খাবো। বললো বৃষ্টি।

অন্যদিন হলে নীল বলতো, পয়সা নেই। তুমি খাওয়াও।

কিন্তু আজ সাথে-সাথেই রাজি হয়ে গেলো নীল।

বললো, চলো। আমারও কফি খেতে ইচ্ছে করছে।

আজ নজরুল মঞ্চে একাধিক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হচ্ছে।

লেখক তার বই সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সাথে পরিচিতজনেরাও। ক্যামেরা নিয়ে ছুটোছুটি করছেন অনেকেই। একজন উপস্থাপকের ভূমিকায় বলে যাচ্ছেন, লেখক কী করেছেন, এই বই লিখতে গিয়ে তিনি কী ভেবেছেন? পাঠক এই বই পড়ে কী বেনেফিট পাবে, এইসব। একইসাথে মঞ্চে পাশাপাশি তিনটি জটলা। মিডিয়া ব্যক্তিত্বও আছেন। তারা হাসি-হাসি মুখে মাইক্রোফোনের সামনে নতুন লেখক সম্পর্কে অনর্গল বলে চলেছেন। লক্ষ্যণীয় এটাই, কেউই কিন্তু কারো কথা শুনছেন না। এবারের বইমেলায় ঠাসাঠাসি গাদাগাদি যদিও একটু কম, তারপরও পায়ে পায়ে লোকজনের আনাগোণা।

বৃষ্টির হাত ধরে লিটল ম্যাগাজিন চত্বর ধরে পুকুর পাড়ে ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়ালো নীল।

এদিকটাতে বসবার জায়গা আছে বেশ। কিন্তু কখনই খালি পাওয়া যায় না।

ক্যান্টিনে ঢোকার মুখেই কফি বিক্রি হচ্ছে। ছেলেটা বলে চলেছে—কফি, কফি, নেসকফি খান। নেসকফি—মাত্র তিরিশ টাকা। নেসকফি নেন, নেসকফি। নীল ছেলেটার কাছে গিয়ে বললো, দুটো কফি দাও।

কফি দুটো নিয়ে একটা বৃষ্টির হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাকালো ছেলেটার দিকে।

ছেলেটা বলে চলেছে নেসকফি—নেসকফি নেন। তিরিশ টাকা, মাত্র তিরিশ টাকা।

নীল তাকে ডেকে বললো, এই শোনো। তুমি একটা কাজ করো। ছেলেটা তাকালো। নীল বললো শুধু বলো নেসক্যাফে! আর কিছু বলতে হবে না।

ছেলেটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো নীল আর বৃষ্টির দিকে। তারপর বললো, এই যে এদিকে—নেসক্যাফে!

মাত্র তিরিশ টাকায়—নেসক্যাফে। নীলের সাথে চোখাচোখি হলো ছেলেটার। একটা অন্যরকম দ্যুতি দেখলো ছেলেটার চোখে। দুজনেই হাসলো। বৃষ্টিকে নিয়ে ক্যান্টিনের সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললো নীল।

কানে আসছে, এই যে এদিকে—নেসক্যাফে! মাত্র তিরিশ টাকায় নেসক্যাফে।

শুনতে ভালোই লাগছে নীলের।

বৃষ্টির রাগ কিন্তু অনেকটাই পড়ে এসেছে।

নীলের এইসব ছোট-ছোট কর্মকাণ্ড দেখে ওর বেশ মজাই লাগছে।

তারপরও নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বারবার, আজ ওর একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।

বিশেষ করে কাউকে সময় দিয়ে সেটা না রাখার জন্য।

কফি শেষ হতেই কাপদুটো নিয়ে ওয়েস্ট বিনে ফেললো বৃষ্টি।

তারপর বললো, চলো অনুষ্ঠান মঞ্চের দিকে যাই।

আজ কোন কিছুতেই বাধা দিচ্ছে না নীল।

লিটলম্যাগ চত্বরে অনেক বইয়ের স্টল। কাছাকাছি আসতেই একটা বইয়ের স্টলে দাঁড়ালো দুজনেই।

একটা-দুটো বই নাড়াচাড়া করলো ওরা। বেশিরভাগই কবিতার বই।

বৃষ্টি একটা বিষয় নিয়ে ভাবছে বেশ কয়েকদিন ধরেই।

আজকাল কবিতা লিখিয়েদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক। যদিও কবিতা কেউই আর পড়তে চায় না। তবুও চুম্বকের ধর্ম মেনে লেখক-পাঠকের সম্পর্ক এগিয়ে চলেছে বেশ। তবে এটাও ঠিক, সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ করে ফেসবুক ও ব্লগ সূচনার পর থেকে মানুষ তার মনের কথা লেখার মত একটা প্লাটফর্ম পেয়েছে বৈকি। এটাও বা কম কীসের। প্রত্যেক মানুষের মাঝেই নাকি এক-একজন কবি বাস করেন। তা না হলে মানুষের কর্মজীবন, সাংসারিক জীবন এতো মধুময় কখনই হতো না। তবে হ্যাঁ, কবিতা লেখা যদি নেশা না হয়ে পেশা হয়, তবে তা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিটা মানুষের জীবনই তো এক-একটা কাব্য। শুধু তা শব্দে সাজিয়ে প্রকাশ করতে পারলেই হলো। তবে তার জন্য কবি বা লেখক পরিচিতি পেতে হবে কেন? তবে যারা নতুন লিখিয়ে সাহস করে লিখছে, তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা উচিত। বিশেষ করে তাদের প্রকাশিত বই কিনে।

কথাটা মনে হতেই নীলকে বললো, নতুন লিখিয়েদের কয়েকটা বই নাও তো।